কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

দর্পণ

বর্ষঃ ৫ম, সংখ্যাঃ ৫৩

মে ২০২৩

COAST Foundation

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪টি লার্নিং সেন্টার ও ৫০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে সর্বমোট ৭৯০২ জন শিক্ষার্থী আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

ইসিডি সেন্টারে মায়েদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ন

যার ফলে সেন্টারে শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে

কোস্ট-ফাউন্ডেশন ২০১৮ সাল থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করছে। ২০২২ সাল থেকে, সংস্থাটি ক্যাম্প ১৪-এ, ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য একটি প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন (ECD) প্রোগ্রাম শুরু করে। মোট ৫০টি সম্প্রদায়-ভিত্তিক ECD কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশু বিকাশ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার জন্য ১২০০ শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নে কাজ করছে। কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা প্রদানের জন্য কেন্দ্রগুলি চালু আছে এবং যা ইউনিসেফ এর আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

শিশুর মনযোগ বৃদ্ধিতে মায়েদের প্রচেষ্টা, ছবি-আজহার, টিও

এই কার্যক্রমের প্রথম থেকেই, প্রকল্পটি শিশুদের পিতামাতা এবং যত্নশীলদের, বিশেষ করে মায়েদের জড়িত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যখন ব্লক পর্যায়ে ইসিডি কেন্দ্র চালু করা হয়, তখন কর্মীদের অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিছু অভিভাবক বা পিতা-মাতাগণ ইসিডি কেন্দ্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, বিশেষ করে মায়েরা যারা এই কার্যকলাপে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ তারা মনে করেন এই কেন্দ্রটি শুধুমাত্র খেলাধুলার জন্য প্রতিষ্টা করা হয়েছিল। COAST কর্মীরা নিয়মিত তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্পটির কার্যকলাপ সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। শিশুদের পিতা-মাতাকে ইসিডি কেন্দ্রের গুরুত্ব এবং কেন শিশুদের সেন্টারে আসা দরকার সেসব বিষয়ের উপর প্রতি মাসে তাদের জন্য প্যারেন্টিং সচেতনতা সেশন নামে একটি নিয়মিত অধিবেশন পিরচালনা করা হচ্ছে। এই অধিবেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মীগণ মায়েদের দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝানোর চেষ্টা করছে। যার ফলে মায়েরা পূর্বের তুলনায় সচেতন হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তারা ইসিডি সেন্টারের মাধ্যমে শিশু বিকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

যদিও প্রকল্পটি অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে, তবুও বলা যায় যে শিশুদের মায়েরা এখন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য ফ্যাসিলিটেটরদের সহায়তা করছেন। যেমন তারা সময়মতো শিশুকে কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছেন, বাড়িতে মায়েরা তাদের সাথে বসে কিছু খেলা খেলতে এবং কিছু মৌলিক বিষয়ে পড়ানোর চেষ্টা করছেন।

ধীরে ধীরে প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠছে সেতারা

আত্মপ্রত্যয়ী সেতারার অসুবিধাগুলো দূরীকরণে কাজ করছে কোস্ট

কোস্ট ফাউন্ডেশন এমন একটি সংস্থা যা অসহায় ও মানবিক উন্নয়নে কাজ করে। এই সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধি মানুষদেরকে কতিপয় প্রকল্পের মাধ্যমে মুলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে এবং তাদের জীবনের মান উন্নয়নে কাজ করছে।

সংস্থাটি রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ELIBEC নামক একটি কর্মসূচি ক্যাম্প-১৪ তে বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোস্ট ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সেবা প্রদান করে যেমন ৩-১৮ বছর বয়সি সকল শিশুদের মৌলিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, কমিউনিটি পিপলদের দক্ষতা উন্নয়ন ছাড়াও নানবিধ কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইউনিসেফের আর্থিক ও হেন্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল এর কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্পটি প্রতিবন্ধি শিশুদেও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিশুদের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং রেফারেল পদ্ধিতির মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা করণ প্রভৃতি। প্রকল্পটিতে মোট ৫৬ জন বিভিন্ন বয়সের প্রতিবন্ধি শিশু রয়েছে যারা বিভিন্ন ইসিডি ও লার্নিং সেন্টারে লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু তাদের নানাবিধ অসুবিধা থাকার কারণে তারা নিয়মিত সেন্টারে উপস্থিত হতে পারে না বিধায় সমস্যাটি সমাধানের জন্য কোস্ট উক্ত প্রতিবন্ধি শিশুদেরকে একটি জরীপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে হেন্ডিক্যাপ ও সিডিডি এর মাধ্যমে তাদেরকে চিকিৎসা সহযোগিতার ব্যবস্থা করে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

পরিবর্তনে খুশি সেতারা, ছবি- সুরাইয়া, জেন্ডার এন্ড ডিসেবিলিটি অফিসার

এমনই একজন প্রতিবন্ধি শিশু সেতারা যে বুদ্ধি ও শারিরীক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করছে। সে (এ.এল.পি-১) শ্রেণিতে পড়ুয়া এরিস্টটল লার্নিং সেন্টারের একজন ছাত্রী। সেতারার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন তার চিকিৎসা প্রদানে হেন্ডিক্যাপ ইন্টান্যাশনালের ফিল্ড অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে এবং রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে তাকে চিকিৎসা প্রদানের জন্য ক্যাম্প-১৬ তে তার পিতা-মাতার সাথে পাঠানো হয়। হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনালের থেরাপি সেন্টারে তাকে ভর্তি করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য তাকে একটি এসেস্টিভ

ডিভাইস দেওয়া হয় এবং তার অসুবিধাগুলো দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসার সকল সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সেতারা পূর্বের তুলনায় এখন অনেকটা সুস্থ এবং সে নিজের কাজগুলো করতে পারে যেমন–ভাত খাওয়া, হাত দিয়ে কিছু বহন করা, লিখতে পারা। এমনকি শ্রেণি কক্ষে তার উপস্থিতি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য শিশুদের সাথে মেলামেশা করতে তার আর কোন অসুবিধা হয়না। সেতারা নিজে তার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে যেন সে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হতে পারে। নিজেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে শিক্ষক তাকে সমসবময় সহায়তা করে। সর্বোপরি মহৎ উদ্যোগ ও সহযোগিতার জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশনকে সেতারা এবং তার পরিবার ধন্যবাদ জানায়।

কোস্ট নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে

২০২৩–২০২৪ শিক্ষাবর্ষ জুলাই মাসে শুরু হবে

এডুকেশন সেক্টর ও ইউনিসেফের নির্দেশনায় লার্নিং সেন্টারে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেনীতে অটো প্রমোশন এবং প্লে-সমেন্ট টেস্টের মাধ্যমে উত্তীর্ণ করা হবে। পুরো বিয়ষটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সেক্টর এবং ইউনিসেফের সমন্বয়ে একটি গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো ইউনিসেফের নির্দেশনায় ইয়ার ইন্ড এসসম্যান্টটি সম্পন্ন করবে।

রেজিস্ট্রেশন বুথ এবং হোম ভিজিটের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে, ছবি–নাসিম, পিও

২৩ জুলাই ২০২৩ থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে এর জন্য সংস্থাগুলো গাইডলাইন অনুযায়ী কয়েকটি ধাপ অনুসরন করে প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়ন করার জন্য ইতিমধ্যে কোস্ট ফাউন্ডেশন কম্য এলাকা ক্যাম্প ১৪ তে কাজ শুরু করেছে। উক্ত এসেসম্যান্টে ৫–১৮ বছরের সকল শিশু অংশগ্রহণ করবে যারা ইতিমধ্যে স্কুলে পড়ালেখা করছে এবং যারা বিভিন্ন কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকল্প হতে যেসকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. কমিউনিটি এনগেজমেন্টঃ প্রকল্পের কর্মী বিশেষ করে হোস্ট ও রোহিঙ্গা শিক্ষকগণ কমিউনিটির সদস্যদের সাথে জড়িত ছিল, যার মধ্যে পিতামাতা, যত্নশীল, মাঝি, ইমাম/ধর্মীয় নেতা, ,মেয়ে, ছেলে এবং অন্য যেকোন সম্প্রদায়ের অংশিজনরা সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পে জড়িত ছিল যেখানে কোস্ট ফাউন্ডেশন শিক্ষা কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে।

যেসকল শিশু মায়ানমার কারিকুলামে ভর্তি আছে বিশেষ করে লেভেল–৩ এবং এএলপি লারনারদের পিতামাতা, পিতামাতার সহায়তা গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে যেন তারা মূল্যায়ন সম্পর্কে সচেতন হয়। প্রতিবন্ধি কিশোরী মেয়ে এবং ছেলেদের উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে যাতে করে তারা পুনরায় শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত হতে পারে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য গাইডলাইন অনুযায়ী মূল বার্তাগুলি তাদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশনঃ ইতিমধ্যে ইউনিসেফ প্রদত্ত ওডিকে টুলস এর মাধ্যমে এলসি থেকে ৪৭৭৭ জন লারনার এর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যারা কয়েকটি প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ন হবে। একটি ছকের মাধ্যমে নিম্নে তা দেখানো হল।

শ্রেনী	উত্তীর্ন শ্রেনী
কেজি	গ্রেড–১
গ্রেড–১	গ্রেড–২
গ্রেড–২	গ্রেড–৩
এএলপি ও লেভেল–৩	গ্রেড ৩–৫

যেকল শিশু ইতিমধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী নয় যার ফলে তারা আর শিক্ষাকেন্দ্রে আসছে না তাদেরকে পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার লক্ষে প্রকল্পটি নিরলস কাজ করছে। বিভিন্ন ব্লক থেকে অদ্যবধি ৩০০ জন শিশুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যারা পরবর্তিতে প্লে-সম্যান্ট টেস্টের আওতায় আসবে। ৭ মে ২০২৩ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমটি চলমান থাকবে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য সংগৃহিত ডাটগুলো যাচাই বাছাইয়ের পর ১৭ মে ২০২৩ ইউনিসেফ প্রদত্ত প্রশ্নপত্রের দ্বারা প্লেসমেন্ট টেস্ট নেয়া হবে যেখানে ৭–১৮ বছর বয়সী শিশুরা অংশগ্রহণ করবে।

চলাচলের পথ সুগম করায় শিশুরা নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত

ম্যাগপাই শিক্ষা কেন্দ্রটিতে মোট ৭৬ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহন করছে যারা গ্রেড–২ এর শিক্ষার্থী। শিক্ষা কেন্দ্রটি প্রধান রাস্তা থেকে কিছুটা নিচু হওয়াতে শিক্ষার্থীদের নিরাপদে সেন্টারে যাওয়া আসা করা দূর্বিষহ হয়ে পড়ে। গত বছরের অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারনে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু পরবর্তিতে যা মেরামত করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় শিক্ষাকেন্দ্রটির শিক্ষক ও পিও উভয়ের প্রচেষ্টায় ক্যাম্পে কর্মরত ওয়াশ ফোকালের সাথে যোগাযোগ করেন।

উল্লেখ্য যে ক্যাম্প–১৪ তে WASH কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ব্রাক নামের উন্নয়ন সংস্থা। কোস্ট প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ফোকাল পয়েন্টকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং চলাচলের পথটিতে একটি সিঁড়ি নির্মাণ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সময় অতিবাহিত হলেও তারা কাজটি সম্পন্ন করতে পারেনি। পরবর্তিতে কমিউনিটির লোকজন ও কোস্ট কর্মীরা একটি উঠান বৈঠক করেন এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে তারা পথটি পুনসংস্কার করার জন্য ক্যাম্প কতৃপক্ষকে অবহিত করবেন। সংশ্লিষ্ট সিআইসি স্যারের হস্তক্ষেপের পর ওয়াশ ফোকাল পথটি নির্মাণ করেন। পথটি সংস্কারের ফলে শিশুদের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং তারা নিরাপদে এলসিতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। পূর্বের তুলনায় শিক্ষাকেন্দ্রটিতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রেড–২ এর একজন শিক্ষার্থী জানান যে, সে সহজে ঝুঁকিমুক্ত যাতায়ত করতে সক্ষম হচ্ছে এবং তার মা তাকে নিয়ে কোন প্রকার দুঃশ্চিন্তা করে না। এজন্য সংশিষ্ট সকলকে তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে।

মে, ২০২৩ মাসের কার্যক্রম

কাজের নাম	সংখ্যা
কমিউনিটি এডুকেশন সাপোর্ট গ্রুপ সভা	১৩২ টি
পেরেন্টেস এন্ড কেয়ার গিভার সভা	১৩২ টি
ক্যাম্পেইন	১ টি
মাসিক সমন্বয় সভা	১টি

যোগাযোগঃ

জসীম উদ্দিন মোল্লা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক–০১৭১৬৩৬১০৮৭

www.coastbd.net

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। প্রদর্শিত ছবিগুলো ব্যক্তির অনুমতিক্রমে প্রদান করা হয়েছে।